123

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 MAR 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বগুড়ায় স্বাস্থ্য সেবায় বাধা সৃষ্টি

ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্যে তিন জেলায় ২শ' উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধের উপক্রম

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ফতোয়াবাজদের দৌরাত্ম্যে শুধু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীরাই নির্যাতিত হচ্ছে না, আর্থসামাজিক অগ্রগতির অন্যান্য কাজেও তাদের কালো হাতের থাবা প্রসারিত হচ্ছে। সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এনজিওদের উন্নয়ন তৎপরতা ইত্যাদি কাজেও তারা বাধা সৃষ্টি করছে।

বরিশাল থেকে জনকণ্ঠ-এর সংবাদদাতা শওকত মিলটন জানাচ্ছেন, ফতোয়াবাজদের কারণে ভোলা, বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার ২ শ' উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হতে চলেছে।

বগুড়া থেকে জনকণ্ঠের ষ্টাফ রিপোর্টার সমুদ্র হক জানাচ্ছেন, ফতোয়াবাজদের কারণে ব্র্যাকের মহিলা ডাক্তাররা গ্রামের মহিলাদের চিকিৎসা করতে পারছেন না। ফলে এক প্রসূতি বাধ্য হয়েছে মৃত বাচ্চা প্রসব করতে। এভাবে ফতোয়াবাজরা সবার জন্য স্বাস্থ্য

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

ফতোয়াবাজদের

(প্রথম পাতার পর)

কার্যক্রমেও বাদ সাধছে।

দু' শ' উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধের উপক্রম

বরিশাল থেকে জনকণ্ঠ-এর সংবাদদাতা শওকত মিলটন জানাচ্ছেন, ভোলা, বরিশাল ও ঝালকাঠী জেলার প্রায় ২শ' উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এক শ্রেণীর ফতোয়াবাজ মওলানার ফতোয়ার কারণে বন্ধের পথে। এসব মওলানারা ফতোয়া দিয়েছে, ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত এসব স্কুলে পড়ালেখা করলে ছেলেমেয়েরা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। স্কুলের শিক্ষিকা হলে খ্রীষ্টান হয়ে যায়। ইতোমধ্যে ফতোয়াবাজরা ৪টি স্কুল পুড়িয়ে দিয়েছে। কোথাও রাতের আঁধারে স্কুলে মলমূত্র ফেলে নষ্ট করা হচ্ছে। সেই সাথে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করা হচ্ছে 'তানজীবে আহলে হক' ও 'হিলফুল ফুজুল' নামের দু'টি সংগঠনের লিফলেট।

ভোলা জেলার ৬টি থানায় ব্র্যাকের ৩শ' ২০টি স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে ৫—১০ বছর বয়সী শিশুদের পাঠদান করা হয়। স্কুল স্থাপনের পর থেকেই এসব স্কুলের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু হয়। গত শীত মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ মাহফিলের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ফতোয়া প্রদান। এই শ্রেণীর ফতোয়াবাজরা প্রচার করতে শুরু করে ব্র্যাক মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার জন্য কাজ করছে। ব্র্যাকের স্কুলে পড়লে ছেলেমেয়েরা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। বাবা-মা দোজখে যাবে। ব্র্যাকে যারা চাকরি করে তারা কুরআন শরীফের ওপর পা রেখে বেতন আনে। এসব প্রচারের পর বিভিন্নভাবে ব্র্যাক কর্মীরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করলে তাদেরকে বলা হয় নাস্তিক।

এর ফলে স্কুলগুলো ক্রমেই ফাঁকা হতে থাকে। দৌলতখান থানার চরপাতা গ্রামের স্কুলটিতে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৬ জন। অথচ ৩৩ জন নিয়েই স্কুলগুলো শুরু করা হয়েছিল। ভোলা জেলার ১ শ' ২০টিরও বেশি স্কুল এখন বন্ধের উপক্রম। লালমোহন থানার ফুলবাগিচা, নয়ানী, ঝালকাঠীর ১টি ও বরিশাল সদর থানার রায়পাশা কড়াপুরের বোস্কার বাড়ির ১টি স্কুল ফতোয়াবাজরা রাতের আঁধারে পুড়িয়ে দিয়েছে।

বরিশাল সদর থানার হরিণাকুলিয়া গ্রামে ব্র্যাক স্কুল খুলতে পারছে না। সেখানে ফতোয়া দেয়া হয়েছে 'ব্র্যাক মেয়েদের বেপর্দা করছে। যারা ব্র্যাকের স্কুলে শিক্ষকতা করছে তাদের (মেয়েদের) বুকে খ্রীষ্টান ধর্মের সীল দিয়ে দিচ্ছে।' বরিশাল সদর থানার ৪৫টি স্কুলের মধ্যে ৩৫টি এখন ফতোয়াবাজদের ফতোয়ার কারণে বন্ধের পথে। 'তানজীবে আহলে হক' নামের একটি সংগঠনের লিফলেট ছাড়া হচ্ছে এসব গ্রামে। লিফলেটের বক্তব্য 'ব্র্যাক কর্মীরা কোন এক স্কুলের ছাত্রীকে কালো কাপড়ে মুড়ে পূর্ব-পশ্চিমে রেখে মাটি চাপা দিতে চেয়েছিল। বিনিময়ে মেয়ের বাবা-মাকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে তা পারেনি।' রায়পাশা, সাপানিয়া, মোঙ্গলহাটা, কাগাশুরা গ্রামে মহিলা তাবলীগ জামাতও বিষোদগার করছে।

ঝালকাঠী সদর থানার ১০টি স্কুল ও ব্র্যাকের 'গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী' ফতোয়াবাজদের কারণে হুমকির সম্মুখীন।